"আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্যোতি"

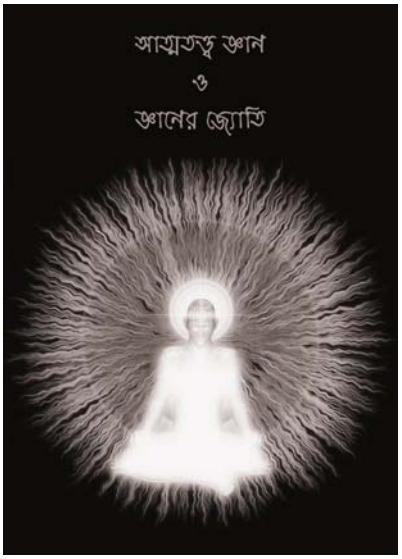

ব্যাখ্যাঃ আত্ম শব্দের অর্থ- আপনার, নিজের, স্বীয়, নিজ সম্বন্ধীয় ইত্যাদি ।

তত্ত্বঃ আসল বস্তু, প্রকৃত অবস্থা, সত্য, পারমার্থিক জ্ঞান, মতবাদ, দর্শন ।

যেহেতু রমিজ একজন আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন সেহেতু তাঁর লেখা বচনের শব্দগুলো অধ্যাত্ম বিষয়ক হিসাবে চয়ন করাই ভালো ।

তা হলে, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বলতে- *নিজের আত্মা বা পরমাত্মা সম্বন্ধীয় পারমার্থিক জ্ঞান, মতবাদ বা দর্শন (Spiritual Philosophy of soul.) কে বুঝায় ।*

আবার জ্ঞান হলো- কোন কিছু সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা বা চেনা, বোধ, চেতনা, অবগতি, পান্ডিত্য, পরমতত্ত্ব ইত্যাদি ।

এখন, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বলতে বুঝায় নিজের আত্মা বা পরমাত্মা সম্বন্ধে সঠিকভাবে চেনা বা জানা অথবা *নিজ পরমাত্মার পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া* । অর্থাৎ নিজ আত্মা বা পরমাত্মার সঠিক পরিচয় বা বিশেষ পরিচয় লাভ করা কিংবা নিজকে নিজে চিনা ।

আবার জ্যোতি অর্থ আলো । তা হলে যিনি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি উক্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সাঁঈ বা স্রষ্টার (প্রভুর) অনুসন্ধান লাভ করতঃ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্যোতি বা আলোতে আলোকিত হয়েছেন এবং স্রষ্টার স্বরূপ দেখতে সক্ষম হয়েছেন ।

এখন, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্যোতি বলতে *"নিজ পরমাত্মার পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হয়ে স্বহৃদয়ে উদ্ভুত অনন্ত স্রষ্টার অনন্ত শক্তির জ্যোতি বা নূর, যাহার মাধ্যমে আলোকিত হয়ে স্রষ্টা প্রেমিকগণ স্রষ্টাতে বিলীন হয়ে একাকার হয়ে যান", তা-ই বুঝায়।*

এ অবস্থায় পীর-পয়গম্বর, অলি, ঋষি, সূফী মুণিগণ ফানাফিল্লাহ্, বাকাবিল্লাহ্ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ও মারেফতের উচ্চস্তরে অবস্থান করেন। এ সময় তাঁদের দেহের মাংসল ইন্দ্রিয়াদি কার্যক্ষম থাকে না। ইহাদের পরিবর্তে তাঁদের অন্তরে বা হৃদয়ে দৈব শক্তির আলো বা নূর সঞ্চার হয়। যার ফলশ্রুতিতে তাঁদের সর্বাঙ্গ নূরময় হয়ে যায়। ইহারই কারণে তাঁদের মধ্যে দৈব ইচ্ছা শক্তি সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের হাত আল্লাহ্‌র হাত হয়ে যায়, তাঁদের পা আল্লাহ্‌র পা হয়ে যায়, তাঁদের চোখ আল্লাহ্‌র চোখ হয়ে যায়, তাঁদের মুখ ও জবান আল্লাহ্‌র মুখ ও জবান হয়ে যায়। তাদের মধ্যে তখন অতীন্দ্রিয়ের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়।

এ অবস্থায় লালন বলেছেন- ***"আত্মতত্ত্ব জানে যারা,***
সাঁঈর নিগূঢ় লীলা দেখছে তাঁরা"

গুরু রমিজও তাই উল্লেখিত শিরোনামে যা কিছু প্রকাশ করেছেন তার বিচ্ছুরিত আলোর (জ্ঞানের) মাধ্যমে সাঁঈ বা প্রভু বা স্রষ্টার সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। উক্ত আলো বা জ্যোতি ভক্তদের মধ্যে ছন্দ ও ভাবের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন যাতে ভক্তগণও আত্মতত্ত্বের জ্ঞানের জ্যোতিতে বা আলোতে আলোকিত হতে পারেন এবং হৃদয়স্থিত স্বয়ং স্রষ্টাকে অবলোকন করতঃ তাঁর অনন্ত শক্তি ও অনন্ত সৃষ্টির সাথে বিলীন হয়ে যেতে পারেন। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গুরু রমিজের ভাষায়-

"রমিজ বলে জানলে তত্ত্ব, হবিরে তুই অনাসক্ত,
পাবিরে তুই জীবন মুক্ত এই ধরা তলে"

বাণী নং-২৫ (স্বর্গের সুধা)

গুরু রমিজ অধ্যাত্মবাদী ছিলেন। অধ্যাত্মবাদী হচ্ছে **"স্রষ্টা বা পরমাত্মা-ই সকল কিছুর মূল"** এই মতবাদে বিশ্বাসী। সেজন্যই তিনি
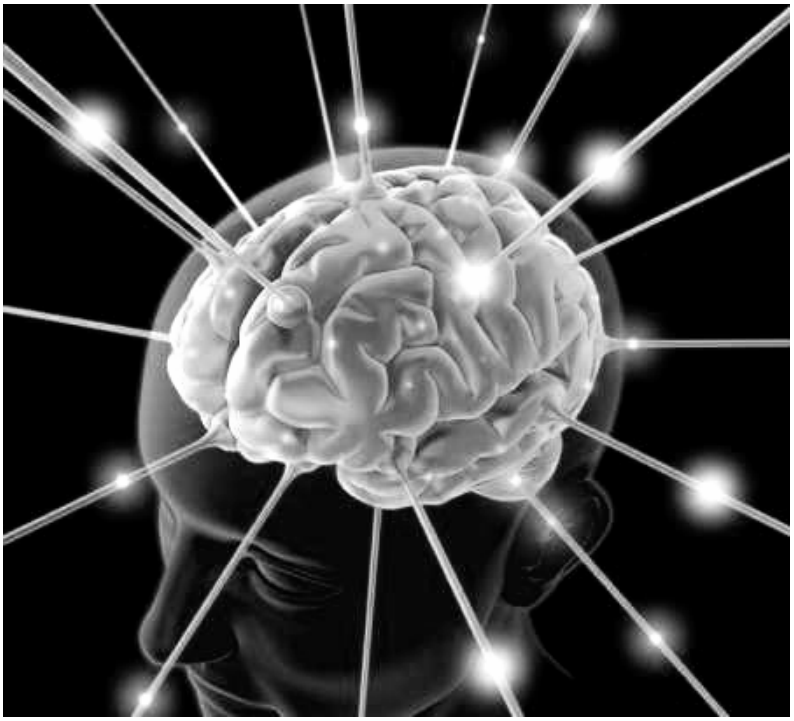
পরমাত্মার পরমতত্ত্ব সম্মন্ধে **"আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্যোতি"** এই শিরোনামে তাঁর গ্রন্থের প্রথমেই ভক্তদের আত্মা ও পরমতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে তাঁর বিধানের মূল বিষয়স্তু হিসেবে ২১টি আপ্তবাক্য বিবৃত করেছেন। এই বাক্যগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা তিনি যথাযথভাবে দিয়েছেন।